52

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 6 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২...

ব্রজমোহন কলেজের হালচাল

শেষ

দক্ষিণ বাংলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বয়স আজ ১০৯ বছর। বিএম কলেজ নামে সারা দেশের শিক্ষিতমহলে সমধিক পরিচিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শত বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘটেছে অনেক পরিবর্তন, যোগ হয়েছে অনেক নতুন অধ্যায়। ১৮৮৯ সালে পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত যখন কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন এর পরিসর ছিল অনেক সঙ্কীর্ণ। ছাত্রছাত্রীও ছিল কম। অথচ বর্তমানে মোট ১৬২ বিঘা জমির ওপর সম্প্রসারিত হয়েছে কলেজটির কলেবর। ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স চালু হওয়া কলেজটিতে এখন পড়াশোনা করছে প্রায় ১৫,০০০ ছাত্রছাত্রী। এ সবই সুখের কথা। আশার কথা। কিন্তু এতোসব সুখের কথার বিপরীতেই যেন রয়েছে হাজারো সমস্যা। বলা যায়, সমস্যার অক্টোপাস ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। বিশেষ করে শিক্ষক সঙ্কট, কর্মচারী স্বল্পতা, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা, পরিবহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ইত্যাদির মতো অসংখ্য সমস্যায় কলেজটি আজ জর্জরিত। সম্প্রতি সরজমিনে বিএম কলেজ পরিদর্শন করেছেন আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি ***কামাল মাহ্বুদুর রহমান***। কথা বলেছেন অনেকের সঙ্গে। জেনেছেন নানা তথ্য। সরজমিন পরিদর্শন ও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভোরের কাগজের পাঠকদের জন্য বিএম কলেজের নানা সমস্যার কথা নিয়ে তিনি তৈরি করেছেন ছয় পর্বের এই ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

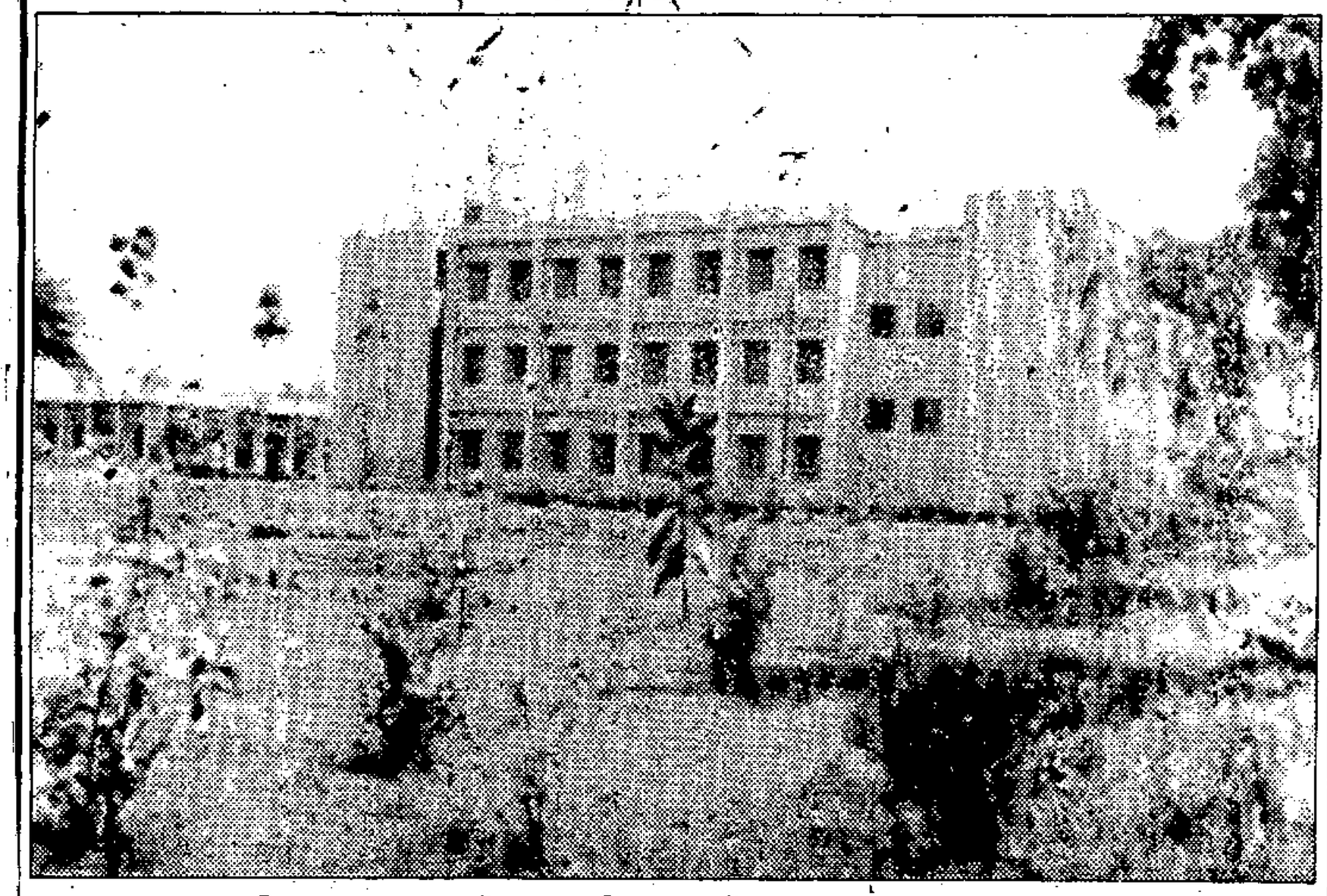

ব্রজমোহন কলেজের বাণিজ্য ভবন, এর পেছনেই রয়েছে হানিফ স্যারের উদ্যান —ভোরের কাগজ

কোটা পদ্ধতি বনাম ছাত্রছাত্রী ভর্তি সংকট
হানিফ স্যারের উদ্যান জমজমাট

কামাল মাহ্বুদুর রহমান : দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি চালু করার ফলে ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আগের মতো অধিক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারছে না। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অত্র এলকার অনেক মেধাবী ছাত্র কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে কলেজটিতে উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, কোটা পদ্ধতি চালু করে কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা আগের চেয়ে সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক নির্দেশে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সীমিত কোটা পদ্ধতির আওতায় প্রথমে বাণিজ্য ও কলা বিভাগের প্রতিটি বিষয়ে ৭৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির নিয়ম নির্দিষ্ট করা হয়। পরবর্তীকালে সেই সংখ্যা ৭৫ থেকে বাড়িয়ে ১০০তে উন্নীত করা হয়। মাস্টার্স শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে বিজ্ঞান বিভাগের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও গণিত বিষয়ে অনার্সে ভর্তির ক্ষেত্রে ৬০ জনের কোটা নির্দিষ্ট করা হয়। আবার উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে কোটা দেওয়া হয় ৪০ জনের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একজন অধ্যাপক জানান, কোটার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির নিয়ম থাকলেও বর্তমানে ঐ নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হচ্ছে না। প্রভাবশালী দল ও ব্যক্তিবিশেষের হস্তক্ষেপের ফলে সে নিয়ম মানা সম্ভব হচ্ছে না।

ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনে অত্র এলাকার ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভ থাকলেও কলেজের কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। গোটা কলেজ ক্যাম্পাসে দেয়াল লিখন ও যেখানে-সেখানে পোস্টার লাগানো বন্ধ রয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর পোস্টার লাগানোর জন্য ক্যাম্পাসে নির্ধারিত বোর্ড টাঙানো হয়েছে।

হানিফ স্যারের উদ্যান

বি এম কলেজের বাণিজ্য ভবনের পিছনের পুকুরের চারপাশে চালতে তলা এলাকাটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে একমাত্র বিনোদনের স্থান। কলেজের এক সময়ের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ পুকুর পাড়ে অসংখ্য বৃক্ষরোপণ করেছিলেন। গাছগুলোকে ঘিরে বসানো হয়েছে সিমেন্টের বেঞ্চ। এলাকাটি এখন হানিফ স্যারের উদ্যান নামে ক্যাম্পাসে বেশ পরিচিত। ক্লাসের ফাঁকে অবসর সময়ে আড্ডা জমাতে ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভিড় জমায়।